খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজিনং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪

সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫

পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৫৮

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 6 • 15 June 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

'মৌসমভবন' জানিয়ে দিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যেই বর্ষা আমাদের রাজ্যে আসছে, তাই প্রয়াত শিক্ষক মহাশয় সুসাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্ জ্যোতিভূষণ চাকীর লেখা দিয়ে এই সংখ্যায় বর্ষার বন্দনা করলাম।

এরপরবিদ্যালয়অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কৃতীছাত্র সংবর্ধনাঅনুষ্ঠান। প্রাক্তনীরা যত বেশি সংখ্যায় এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বর্তমান ছাত্ররা ততই উৎসাহিত হবেন। অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রাক্তনীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

আগামী ২৬ জুন ২০১৬

মাসের শেষ রবিবার সন্ধে ৬-৩০

বার্ষিক সাধারণ সভা

সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

জগৎ-বান্ধব চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা

প্রিয়প্রাক্তনী,

অসুখ বিসুখ এক বড়ই আপদ, যা মানুষকে দিশেহারা করে দেয়। তার একটা কারণ প্রিয়জন অসুস্থ হলে মানসিক দিক থেকেও এক দুর্বলতা আমাদের গ্রাস করে। আজকের দিনে চিকিৎসা পরিষেবায় একজনের মতামত নিয়েও আরও একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে হয় হামেশাই। তখন আপন অজান্তেই আমরা খুঁজে দেখি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ চেনাজানা নির্ভরযোগ্য কোনো ডাক্তার আছেন কিনা? জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন আপনার স্কুল-আত্মীয়দের মধ্যে থেকে নির্ভরযোগ্য ডাক্তারবাবুদের খোঁজ পেতে পারেন - এমনই একটা উদ্যোগ নিতে চলেছে। আসলে ডাক্তারবাবুরা হলেন ভগবানের ঠিক পরেই, যাঁর কাছে অসুস্থ প্রিয়জনকে রেখে নির্দ্বিধায় আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। সেই বিশ্বাসটাই বড়ো, আমরা তারই প্রত্যাশী। আমাদের মধ্যে অনেক প্রাক্তনী আজ চিকিৎসা-পেশার সঙ্গে আপন গরিমায় নিযুক্ত। তাদের কাছে স্কুলের প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ আপনি এই পরিষেবায় যুক্ত হয়ে প্রাক্তনীদের পাশে দাঁড়ান। আপনার সম্মতি-বার্তা আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত করবে, আমরা পরিষেবায় এক ধাপ এগিয়ে যাব। আমাদের ওয়েবসাইটে (*jbi.alumni.1914@gmail.com*) চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী (চিকিৎসার ক্ষেত্রে মোবাইল নং, ই-মেল আই ডি ইত্যাদি) থাকবে। বিপদের দিনে অনন্যোপায় হয়ে জগদ্বান্ধব ডাক্তারবাবুদের মতামত নিতে পারবেন। শুধু মনে রাখবেন, সময় খুব মূল্যবান, বিশেষ করে, এ রকম জীবনদায়ী পেশার ক্ষেত্রে সবসময় তিনি কথা বলতে পারবেন এমন নয়, তাই বিশেষ প্রয়োজনেই কথা বলবেন, ই-মেল করেও মতামত নিতে পারবেন।

বলাই বাহুল্য যে এই পরিষেবাতে উপযুক্ত সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই দেখা করা বাঞ্ছনীয়। এই পরিষেবা জগদ্বান্ধবদের কাজের ও কাছের হয়ে উঠবে, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

শতাব্দীঅতিক্রান্ত আমাদের জগদ্বন্ধু স্কুলের ডা. ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডা. সঞ্জয় সেন, ডা. সুব্রত মৈত্র এঁদের অনুসারী জগৎবান্ধব চিকিৎসক (প্রাক্তনী) কম নন। এঁদের অনেকেই আমাদের সদস্য আবার কেউ কেউ সদস্যপদ গ্রহণ করে উঠতে পারেননি, ব্যস্ততাই এর মুখ্য কারণ। তাই অ্যালমনি তথ্যভাণ্ডারে সবার তথ্য নেই। আবার বলাই যায়, এই তথ্য ভাণ্ডার আপনিই অর্থাৎ প্রাক্তনীরাই। সুতরাং আপনাকে অনুরোধ, আপনাদের পরিচিত জগৎ-বান্ধব ডাক্তারবাবুদের আপনিও অনুরোধ করুন, আর আমাদের তাঁর মেল আইডি / সেল নম্বর পাঠান, আমাদের সংশ্লিষ্ট উপসমিতি সেই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। যাতে এই পরিষেবায় তিনিও সামিল হতে পারেন। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই তথ্য পাঠিয়ে সহায়ক হয়ে পরিষেবাকে ঋদ্ধ করবেন -- এই আমাদের প্রত্যাশা।

ডা. দীপক ভট্টাচার্য '৬৬ (আহ্বায়ক) মো ঃ ৯৪৩৪৫০৯১৭৭

কল্যাণ রায় '৬৬ মো ঃ ৯৮৩১৪৮৩১৯০

রজত ঘোষ '৮৫ (সম্পাদক) মো ঃ ৯৮৩০৫৭৯২৩০

jbi.alumni.1914@gmail.com

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি রণধীর দে ১৯৬৫-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

বেদমন্ত্রে বৃষ্টিপ্রার্থনা

জ্যোতিভূষণ চাকী

শিবা নঃ সন্তুবার্ষিকীঃ

—বর্ষণ আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোক। এ তো আমাদের সকলেরই প্রার্থনা। বৈদিক সভ্যতা মূলত বৃষ্টিপ্রধান। বৃষ্টিবর্ষণ নির্ভর, স্বভাবতই বৈদিক সাহিত্যে জল এবং জলের প্রার্থনা একটি বিশিষ্ট স্থান নেবে। আমরা এখন যাকে ecosystem বলি, বাংলায় যাকে বলা চলে 'নিসর্গবিন্যাস', সে সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিদের স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। মাটি জল আগুন, আকাশ মেঘ, তরুরাজি কেউ যে কাউকে ছেড়ে নয়, সকলেই অঙ্গাঙ্গী বেদমন্ত্রগুলিতে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে,
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবা,

অথবা, ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ, অন্তরীক্ষ শান্তিঃ, আপঃ শান্তিত ইত্যাদি ঋক্-গুলিতে এই বোধ প্রতিফলিত। বৈদিক পুরুষ-দেবতাদের মধ্যে আছেন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, পর্জন্য, বৃহস্পতি, সোম প্রভৃতি, আর স্ত্রী দেবতাদের মধ্যে সরস্বতী, ঊষা প্রভৃতি। জলের প্রার্থনা কিন্তু সকলের কাছেই। ধন বা গবাদি পশুর প্রার্থনার সঙ্গে তা সম্পর্কিত, কারণ সুবর্ষণ ছাড়া শস্যসমৃদ্ধি নেই, আর শস্যসমৃদ্ধিতেই সকলের মঙ্গল। কৃষিসূক্তে লাঙলকে বলা হচ্ছে — তুমি সুন্দরভাবে ভূমি কর্ষণ করো, দেখো, যেন ভূমিতে বেশি আঘাত না লাগে। লাঙল তো দেওয়া হল, কিন্তু কোন মাটিতে? বর্ষণসিক্ত মাটিতে। ইন্দ্র আর বরুণ প্রধানত মেঘ আর জলের দেবতা। ইন্দ্রকে সম্বোধন করে ঋষি বলছেন, তুমি অঢেল জল দাও। কিন্তু অনাবৃষ্টির অসুর বৃত্র তোমাকে বাধা দেবে। তুমি সোমরস পান করে বলশালী হও। তোমার দক্ষিণে-বামে সোমরসের দীঘি। তুমি যথেচ্ছ পান করে স্ফীত হও, বৃত্রের মনে ত্রাস সৃষ্টি করো। পরিশেষে তাকে বধ করো। বরুণদেবকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে তুমি ইন্দ্রকে বারিবর্ষণে সাহায্য করো। সোমের কাছে প্রার্থনা — সোম তুমি শব্দ করতে করতে দ্রব্যমূর্তিতে ক্ষরিত হও। সোম কখনও বা মধু জলেরই প্রতিনিধি হয়ে ওঠে।

বৃষা সোম দ্যুমাঁ অসি বৃষা দেব
বৃষব্রতঃ। বৃষা ধর্মাণি
দধিষে — ৯/৬৪/১

হে, সোম তুমি দীপ্তিমান বর্ষণকর্তা। হে দেব। বর্ষণ করাই তোমার একমাত্র কাম্য। বর্ষণ করে তুমি সমস্ত ধর্ম ধারণ করো। এ কথা তো ইন্দ্র বা বরুণকেও একইভাবে বলা চলে। বেশ বোঝা যায় বর্ষণের ব্যাপারে সমস্ত দেবতাই সমভাবে প্রার্থনীয় বা যাচনীয়।

কখনও মিত্র বা বরুণ একই সঙ্গে আহূত।

আ নো মিত্রাবরুণা।
ঘৃতৈ বামত্র বরমা জলায় পূণীতমুদ নো
দিব্যস্য চাবোঃ।
(৭.৬৬.৪)

— মিত্র ও বরুণ আমাদের হব্যসেবায় আসুন, অন্নের সঙ্গে জল দ্বারা আমাদের গোচারণ স্থান সিক্ত করুন।

পর্জন্যের সঙ্গে তো সৃষ্টির সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ। অগ্নির কাছেও জল প্রার্থনা সম্ভব। কারণ অগ্নি থেকেই মেঘের উৎপত্তি — এ ধারণা তখন ছিল। পরবর্তীকালেও ছিল। কালিদাস মেঘকে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' বলেছেন।

যারা ইন্দ্র-বরুণ প্রমুখ জলদেবতাদের শত্রু অগ্নি তাদের ধ্বংস করবার শক্তি রাখে। সে হিসেবেও অগ্নি জলাগমসহায়ক।

স্ত্রী-দেবতা দ্যাবাপৃথিবীর কাছে যে মধু প্রার্থনা সে মধুও জলেরই প্রতিভূ —

মধু নো দ্যাবাপৃথিবী মিমিক্ষতাং
মধুশ্চতা মধুদুতে মধুব্রঘে;
৬.৭২.৫

— মধুক্ষারয়িত্রী দ্যাবাপৃথিবী মধুক্ষরণ করুন, আমাদের মধুদ্বারা সিক্ত করুন।

জ্যোতিষঃ জ্যোতিঃ ঊষার প্রার্থনায় যে তমোনাশের কথা আছে সেই তম বহু ইন্দ্রশত্রুর প্রতীক। ঊষাও পরোক্ষভাবে জলদাত্রী

(৯১১৩.১৩-১৪)

সরস্বতী নদীকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে —

যে তে সরস্ব ঊর্ময়ো মধুমন্তো
ঘৃতাশ্চ্যুতঃ। তেভি র্নোঽবিতা ভব
(৭.৯৮.৫)

তোমার যে জলসমূহ বলবান ঘৃতাক্ষারী সেই জলসঙ্ঘ দ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

আকাশ থেকে ঝরে পড়া জল আর নদীর জলের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনার খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে।

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজোঃ।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ।
পাবকাস্তা আপো দেবীরিহ
মামবন্তু। (৭.৪৯.২)

— হে অপ সমূহ অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয়, অথবা যা প্রভাবিত হয়ে খনন দ্বারা যাদের লাভ করা যায়, যা স্বয়ং উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রাভিমুখে গমন করে, দীপ্তিযুক্ত পূতকর সে অপদেবীসমূহ আমায় রক্ষা করুন।

বিভিন্ন বারি সহধর্মিতা ও আত্মীয়তা এই ঋক্-এ প্রতিফলিত। লক্ষণীয় ঋগ্বেদে সরাসরি বর্ষাঋতু সর্বত্র আসেনি। এসেছে বর্ষণ-আহ্বানের কথা। তবে সমস্ত ঋতুর সঙ্গে বর্ষা আমাদের মঙ্গল করুন এ কথা আছে একটি মন্ত্রে —

বসন্ত ইন্নু রম্ভ্যো গ্রীষ্ম ইন্নু রম্ভ্যো
বর্ষাণানু শরদো ইন্নু রম্ভ্যো হেমন্তঃ

শিশির ইষু রস্তে।

ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি সরাসরি বর্ষা ঋতুর সঙ্গে সম্পর্কিত মণ্ডূকসূক্ত।

মণ্ডূকই এখানে দেবতা। নিরুক্তকার বলেন যে বশিষ্ঠ বৃষ্টিকাম হয়ে পর্জন্যকে স্তব করেন। মণ্ডূকেরা তার অনুমোদন করে। সে জন্য তিনি মণ্ডূকদের স্তুতি করেছিলেন — শুষ্ক চামড়ার মতো, সরোবরে শয়ান মণ্ডূকদের কাছে স্বর্গীয়জল (— বৃষ্টি) যখন আসে তখন সবৎস ধেনুর শব্দের মতো মণ্ডূকেরা ডেকে ওঠে। বর্ষাকাল আগত হলে (প্রাবৃষ্যাগতায়াম্) পর্জন্য যখন কামনাবাদ ও তৃষ্ণার্ত মণ্ডূকদের জল দ্বারা সিক্ত করেন, তখন পুত্র যেমন আখোবখা উচ্চারণ করে পিতার কাছে যায়, সেইভাবে এক মণ্ডূক অন্য মণ্ডূকের কাছে যায়। জল-বর্ষণ হলে যখন মণ্ডূকেরা হৃষ্ট হয়ে, যখন পর্জন্য তাদের সিক্ত করে তখন লাফিয়ে লাফিয়ে ধূমল বর্ণের মণ্ডূক হরিদ্বর্ণ মণ্ডূকের সঙ্গে একত্র শব্দ করে।

— হে মণ্ডূকগণ। অতিরাত্র নামে সোমযজ্ঞে স্তোত্রাদের মতো সম্প্রতি তোমরা পূর্ণ সরোবরের চারদিকে করে যে দিন প্রাবৃট্ সঞ্চার হল, সেদিন চতুর্দিকে অবস্থান কর। — সম্বৎসর তাপিত হয়ে বর্ষা আগত হলে গ্রীষ্মের তাপপীড়িত মণ্ডূকেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে।

ধেনুর মতো শব্দকারী মণ্ডূকেরা আমাদের ধন দান করুক, অজের মমতো শব্দকারী মণ্ডূকেরা আমাদের ধন দান করুক, ধূম্রবর্ণ মণ্ডূকেরা আমাদের ধন দান করুক, হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক আমাদের ধন দান করুক, সহস্র ওষধিপ্রসবকারী বর্ষা ঋতুতে মণ্ডূকগণ অপরিমিত গো প্রদান করে আমাদের আয়ু বর্ধিত করুক। (প্রতিরন্ত আয়ুঃ)।

মণ্ডূকেরা যেন বর্ষার দূত। বর্ষণের সঙ্গে তাদের বিচিত্র রব মিলিত হয়ে যে বর্ষামঙ্গলের সৃষ্টি তা শস্যপ্রদ। শস্য থেকেই গোধন, শস্য থেকেই আয়ুবৃদ্ধি।

আধুনিক উত্তর সময়!

প্রণব সেন (১৯৬৭)

অন্য একরকম কিছুই নয়
এরা একই রকম আছে
যেমন ছিলাম আমরা ওদের সময়
কিছু কিছু স্বপ্ন ... ...
বাঁচতে চায়।
স্বপ্নগুলো শুধু ভিন্ন ভিন্ন
গানের কলিগুলো পালটে যাচ্ছে
নতুন সুর, নতুন কথা বদলে বদলে যায়
Start - Click - new file
Oracle - Windows - C++ - new app
Delete ....
অনন্ত পুণ্য দেখা দেয় পর্দায়
আবার নতুন কিছু লেখা, আঁকা
হাতের মুঠোয় ধরা বিশ্ব!
কবিতা হারিয়ে যায়?
থেমে যায় স্বপ্ন?
শেষ হয়?
আবার নতুন কোনো স্বপ্ন...

হকি খেলোয়াড় রঞ্জন চন্দ্র

স্বপন রায়চৌধুরী (১৯৫৩)

পূর্ববর্তী সংখ্যায় জগবন্ধু বিদ্যায়তনের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ডি. চন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবার ডি. চন্দ্রের কৃতী পুত্র খ্যাতনামা রঞ্জন চন্দ্রকে নিয়ে আজকের লেখা। জানা যায় সুহাসবাবু যখন এই বিদ্যালয়ের ক্রীড়াশিক্ষক তখন জগবন্ধু স্কুলের হকি টিম কলকাতার এক সেরা স্কুল টিম। পরপর ৮ বছর হকিতে স্কুল চ্যাম্পিয়ন ছিল আমাদের স্কুল। ১৯৯০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রঞ্জন চন্দ্র এই স্বর্ণযুগেরই খেলোয়াড়। রঞ্জন প্রায় সব খেলায় পারদর্শী ছিল। শুধু হকি নয়, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতেও ছিল সুদক্ষ। বিদ্যালয়ে অনেক কৃতী ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিল। হকি খেলোয়াড় শিবাজী রায়, বাসু রায়চৌধুরী, ভানু রায়চৌধুরী, রঞ্জন মণ্ডল, ক্রিকেট খেলোয়াড় রাজা মুখার্জী, রানা মুখার্জী, পার্থ গোস্বামী, কল্যাণ চৌধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের সমাবেশ ছিল। রঞ্জন চন্দ্রের কলকাতার মাঠে হাতে খড়ি বালিগঞ্জ ইনসটিটিউটের হকি খেলোয়াড় রূপে। তখন দ্বিতীয় ডিভিসন টিম ছিল বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট। দু'বছর বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটে খেলার পর প্রথম ডিভিশন টিম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। তারপরের বছর এরিয়ান ক্লাবে, পরের বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে। তিন বছর ইষ্টবেঙ্গলে খেলার পর কাস্টমস্ ক্লাবে যোগদান করেন। এর মধ্যে দু'বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে, অধিনায়ক। সবশেষে এফ. সি.আই-তে যোগদান। চাকরী ও অধিনায়ক। তার সম-সাময়িক হকি খেলোয়াড় — যাঁদের নাম করতে হয় যেমন — ক্ষেত্রী, জেনিংস, শৈবাল মুখার্জী, ডিন প্রমুখ। ৯৮ সালে জুনিয়র বেঙ্গল টিম ৯৯ ও ২০০০ সালে বাংলা টিমে প্রতিনিধিত্ব করা, সর্বভারতীয় এফ.সি.আই টুর্নামেন্টে দীর্ঘ ৪ বছর খেলেছেন ও পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৈতৃক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। হকি খেলায় ডিফেন্সিভ লাইনে রঞ্জন চন্দ্রকে অতিক্রম করা খুব শক্ত ছিল। অত্যন্ত বিনয়ী খেলোয়াড়ি মনোভাবসম্পন্ন আমাদের বিদ্যালয়ের এই সুদক্ষ হকি খেলোয়াড় কাঁকুলিয়া রোডে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে বাস করে। কয়েক বছর আগে পত্নী বিয়োগের পর সম্প্রতি মা প্রয়াত হয়েছেন। একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে রঞ্জন চন্দ্রের সংসার। বর্তমানে হকি খেলার উন্নতিকল্পে হকি লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। রঞ্জন চন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা জগবন্ধু স্কুলের বর্তমান ছাত্ররা আবার হকি ধরুক। আমি তাদের ট্রেনিং দিতে প্রস্তুত। আমরা চাই রঞ্জন চন্দ্রের ট্রেনিং-এ জগবন্ধু স্কুল তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনুক।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

দ্রোণ আর দ্রুপদের 'সহপাঠী' বন্ধুত্বও শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক বৈরীতায় গিয়ে শেষ হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ আর অশ্বত্থামা মিলে একদিকে যেমন দ্রুপদের বংশনাশ করে গেলেন অক্লান্তভাবে, তেমনই দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণহন্তা হয়ে সেই বৈরিতাকেই আরো গাঢ়তর করলেন। অসম পারিবারিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড যে কৈশোরের অমলিন বন্ধুত্বকে প্রৌঢ়ত্বের রাজনৈতিক জিঘাংসার চরমে পৌঁছে দিতে পারে, বন্ধুত্বের এই নেগেটিভ পয়েন্টটাকেই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মহাভারতের দ্রোণ-দ্রুপদ জুটি!

সখার পাশাপাশি 'সখী'দের সংখ্যা কম হলেও মহাকাব্যে আছে। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্বের গল্পে যতক্ষণ শকুন্তলার অস্তিত্ব, ততক্ষণই ট্রায়োর গঠন কমপ্লিট করতেই যেন 'অনুসূয়া' তার 'প্রিয়ংবদা'কে দেখা যায়। তারপরই তারা দুই সখী পুরোনো দিনের রঙ্গমঞ্চে সখীর দলের নাচের মতোই হারিয়ে যায় চিরকালের মতো...

মহাভারত অনেকটা রামায়ণের উত্তরপর্বে লেখা বলেই সম্ভবত তাতে বন্ধুত্বের মতো আত্মীয়তাহীন অথচ স্মার্ট জুটি সম্পর্ক অনেক বেশীমাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে, রামায়ণে রাম ও বিভীষণের মধ্যে কিম্বা হনুমান ও জাম্বুবানের মধ্যে এমনই একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা 'pair' গড়ে ওঠার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েও শেষ পর্যন্ত তেমনভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। হনুমান কর্তৃক লঙ্কায় সীতা অনুসন্ধান পর্বে তাই হনুমানের সঙ্গে শুধু জাম্বুবান সাগরপাড় পর্যন্ত যেতে পারে না। সেই প্রাচীনপন্থী ট্রায়োর ধারা বজায় রাখতে সেখানে অঙ্গদকেও ঢুকে পড়তে হয়। একমাত্র ভাই-এর ক্ষেত্রেই দ্বিত্বতার ধারাটা রামায়ণের সম্পর্ক বিন্যাসে বিশেষ চোখে পড়ে। যেমন রাম-লক্ষ্মণের বিখ্যাত ভ্রাতৃত্বের ফাঁকফোকরে 'নল-নীল', 'লব-কুশ', 'বালি-সুগ্রীবে'র অল্প-মধুর কাহিনীগুলো ছোটো হলেও উঁকি দিয়ে যায়। সুগ্রীবের সঙ্গে রামের 'পলিটিক্যাল ফ্রেন্ডশিপ'-ও রামায়ণে খুব স্পষ্ট নয়। সেটাও অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতার দান-প্রতিদানে অনেকটাই ফিলোজফিক হয়ে গেছে। কিন্তু মহাভারতের 'পলিটিকাল ফ্রেন্ডশিপ' রিলেশনগুলো বেশ সুস্পষ্টভাবেই রাজনীতির নগ্ন ও নির্লজ্জ চেহারাকে ব্যক্ত করে। সেটা পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরাট -এর বন্ধুত্বই হোক কিম্বা পাঞ্চালদের সঙ্গে পাণ্ডবদের। পাঞ্চাল-পাণ্ডবদের পলিটিক্যাল ফ্রেন্ডশিপ তো দ্রৌপদীর সয়ম্বরের মাধ্যমে একরকম আধুনিককালে আকবরের রাজপুতানার 'বিবাহ নীতি'কেই প্রতিষ্ঠা করে যেন! এছাড়া মদ্ররাজ শল্যর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের শিবিরে যোগদান কিম্বা দুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভাই হয়েও যুযুৎসুর পাণ্ডবপক্ষে থেকে যুদ্ধ করাটা একদমই রাজনৈতিক বন্ধুত্বেরই নিদর্শন। এমনকী মহাভারতের কাহিনিকাব্যে একমাত্র বহমান বন্ধুত্বের সম্পর্ক হল দুর্যোধন আর কর্ণের সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের সূচনাতেও, অস্ত্র কৌশল প্রদর্শনীতে দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যদানটা আসলে পাণ্ডবদের মুখে ঝামা ঘষার একটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছাড়া কিছুই ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য কর্ণ নিজগুণে ওই হঠাৎ ঘটে যাওয়া political মৈত্রীটাকে দুর্যোধনের সঙ্গে গাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে উন্নীত করতে পেরেছিলেন।

লিখব ভেবেছিলাম পুরাণের পাতায় ছড়িয়ে থাকা এক অসম আত্মীয়তার জুটি মামা-ভাগ্নের সম্পর্কগুলো নিয়ে। কিন্তু 'সম্পর্ক' আর 'জুটি' এই শব্দদুটির বিস্তারই পুরাণের পাতায় পাতায় এমন বিশালতার সঙ্গে আবহমান যে সেই জানলাগুলো দিয়ে একঝলক না তাকিয়ে কিছুতেই মোদ্দা কথায় এগোতে পারছি না। 'জুটি' সম্পর্কে মোটামুটি যা জড়ো করে জোটাতে পারলাম, সেখানে ওই মামা-ভাগ্নের অতুল্য জুড়ি ছাড়া আর সবদিকেই মোটামুটি পরিক্রমা সেরে ফেলেছি। কিছু যদি অজ্ঞতা থেকে বাদ দিয়ে থাকি, তাহলে 'খেয়া'র ডাকবাক্সে আপনাদের সমালোচনার অপেক্ষায় রইলাম।

এবার আসি 'জুটি' কিম্বা 'ট্রায়ো'র মতো specific term থেকে বেরিয়ে একেবারে 'সম্পর্ক'-এর খুব কমন Larger Concept-এ। 'জুটি' বা 'ট্রায়ো' যেমন খুব কমন মহাকাব্যের পাতায়, তেমনই 'বহুতর' বা 'একাকীত্ব' জাতীয় সম্পর্কও কিন্তু নানাভাবে পুরাণ-মন্থনে উঠে আসে। 'একা'-এই শব্দটার সঙ্গে পুরাণকে relate করতে গেলেই যেন ছন্দময়তার সঙ্গে একটা নামই ভেসে ওঠে — 'একলব্য'। যেন একা থাকতে হবে বলেই বেছে বেছে এমন একটা নাম দেওয়া হয়েছে মানুষটার! 'একা' - এই loneliness-এর সঙ্গে একটা দুঃখ-হতাশা ঘটিত আবেগ জড়িয়েই থাকে। একল্যব্যর কাহিনি যেন সেই দুঃখ-হতাশা-ডিপ্রেশনকে ছাপিয়েও ফার্স্টবয়-এর একা চলার supreme লক্ষ্যটাকে দেখতে শেখায়। আসলে যে জীবনের শুরু আর শেষ, এই দুইজায়গায় মানুষ শেষপর্যন্ত একাই, এই phyllosophyটাকেই যেন একলব্য একা একা ধনুর্বিদ্যা চর্চা এবংসব শেষে গুরুদক্ষিণার মাধ্যমে স্যাগরিফাইস-এর মধ্য দিয়ে নির্বাক অথচ অত্যুজ্জ্বলভাবে কুসুমিত হয়।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook-এ status- দেওয়া বা
twitter-এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন: ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.